উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ এনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের পদত্যাগের আলটিমেটামের সময়সীমা শেষ হওয়ায় তাকে 'লাল কার্ড' দেখিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে আজ (বুধবার) ও আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন তারা।

গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার পাদদেশে

'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে আন্দোলনকারীরা

এ কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ দিদারের সঞ্চালনায় আন্দোলনের অন্যতম মুখপাত্র অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া লাল কার্ড দেখানোর সূচনা করেন। এ সময় তিনি উপাচার্যকে উদ্দেশ করে বলেন, ছয় বছর ধরে আপনি বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়ম করেই যাচ্ছেন এবং ভারপ্রাপ্তদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে চালিয়ে ভারাক্রান্ত করে রেখেছেন। আপনি স্বেচ্ছায় চলে যান, না হলে আপনাকে যেতে বাধ্য করা হবে। দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, আমরা এই সন্ত্রাসীর পৃষ্ঠপোষক ও মামলাবাজ উপাচার্য্য ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি 'লাল কার্ড' দেখাচ্ছি।

advertisement

জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বলেন, শাখা ছাত্রলীগের দুজন নেতা উপাচার্যের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথা মিডিয়ার সামনেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এর পরও উপাচার্য নির্লজ্জের মতো গদিতে বসে রয়েছেন।

এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করে গতকাল তার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'প্রকল্পের অর্থ এখনো ছাড় হয়নি। তাই দুর্নীতির অভিযোগ অসত্য। অসত্যের কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। উপাচার্যের পদত্যাগ ইস্যু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমিও চাই বিচারবিভাগীয় তদন্ত হোক। বিচারবিভাগীয় তদন্ত কেবল রাষ্ট্রীয় আদেশে বিচার বিভাগের এক বা একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আদেশ ছাড়া বিচারবিভাগীয় তদন্ত সম্ভব নয়। বিচারবিভাগীয় তদন্তের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে রাষ্ট্রের কাছে লিখিত অভিযোগ দিতে বলেছি আন্দোলনকারীদের। কিন্তু তারা তা না করে আমার পদত্যাগ দাবি করেছে। তাই উপাচার্যের পদত্যাগ ইস্যু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করি।'